JAN. 29 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ … … …
পৃষ্ঠা ৮ … কলাম ৩ …

কলিকাতার ঘটনার জের

পশ্চিমবঙ্গে ৪শ' মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
সীমান্তে বিএসএফএ'র অনুপ্রবেশ ও অপহরণ

বেনাপোল অফিস ঃ পশ্চিমবঙ্গে আইএসআই রুখতে এবং সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কড়া নজরদারি করতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সিপিএমের দলীয় ক্যাডারদের পাড়ায় পাড়ায় বাহিনী তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছেন। দলের রাজ্য শাখার দু'লাখ ৪০ হাজার সদস্যের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দেন গত রবিবার ঘটকপুকুর দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসমাবেশে। আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে আরো বলা হয়, মঞ্চে সেই সময় ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মন্ত্রী সভার সদস্য কান্তি বিশ্বাস ও কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে দলীয় ক্যাডাররা মাঠে নেমে পড়েছে। সিপিএম ক্যাডাররা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরই নির্যাতন

শেষ পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গে ৪শ' মাদ্রাসার ভবিষ্যত অনিশ্চিত

৮-এর পৃষ্ঠার পর

চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাদ্রাসাগামী ছাত্র/ছাত্রীদের তারা মাদ্রাসায় যেতে বাধা দিচ্ছে। কারণ মাদ্রাসায় নাকি তালিবানী শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাতে ভয় পাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় কে কখন আসছে কে যাচ্ছে কার আত্মীয় হিসেবে কে, কখন থাকছে এবং গুপ্তচরবৃত্তি করছে এসব বিষয় কড়া নজরদারি রাখার জন্য দলীয় হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। এদিকে একই দিন হাওড়ার বাগনানে দলীয় এক সভায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাস মুনশী দাবী তোলেন, সব মাদ্রাসাকে এক না করে পুলিশ তদন্ত করে দেখুক- কোথায় কোথায় সন্ত্রাসী কাজকর্ম চলছে। শিলিগুড়ির এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, আইএসআই মাদ্রাসায় ঘাঁটি গেড়ে নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে ৪ হাজার মাদ্রাসার ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন কওমি তাঞ্জিম বলেছে, কোন কোন মাদ্রাসা নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে তাদের নামের তালিকা সরকারকে প্রকাশ করতে হবে। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজ্য সরকারকে বলেছে, মাদ্রাসায় বর্তমানে আপত্তিকর কাজকর্ম চলছে। ঐ নির্দেশের ভিত্তিতেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর অতিগোপনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গত ২২ জানুয়ারী কলিকাতা আমেরিকান সেন্টারে জঙ্গীদের হামলার পর গোয়েন্দা পুলিশ মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলোকে এককভাবে দোষারোপ করে ব্যাপক তদন্ত চালাচ্ছে এবং ধরপাকড় করছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের।

নীলফামারী সংবাদদাতা জানায় ঃ কলিকাতায় আমেরিকান সেন্টারে হামলার পর ভারত সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারসহ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং কথিত অভিযোগ এনে বাংলাদেশীদের উপর অহেতুক হয়রানি-নির্যাতন চালাচ্ছে। এরই অংশ ধরে বিএসএফ নীলফামারী জেলার সীমান্তে উষ্কানিমূলক তৎপরতা ও বেআইনী অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিককে অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে আমেরিকান সেন্টারে হামলার সাথে জড়িত করাতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। নীলফামারী জেলার সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) উস্কানিমূলক তৎপরতা ও বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিক অপহরণের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২ দিনে চিলাহাটী সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে বিএসএফ ৩ জন তাবলীগ জামায়াত সদস্যসহ ৬ জনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ নিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে ঢাকাস্থ কাকরাইল জামে মসজিদ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে তাবলীগ জামায়াতের ১২ সদস্যের একটি দল গত ২৭ জানুয়ারী নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার কেতকীবাড়ী ইউনিয়নের চিলাহাটী গোলাবাড়ী জামে মসজিদে আসে। গতকাল সোমবার তারা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে মুসলমানদের তাবলীগ জামায়াতে আমন্ত্রণ জানায়। এসময় বিএসএফ-এর ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে সকাল ৮টায় ৭৮৬ মেইন পিলার নিকটবর্তী সরকারটারী গ্রাম থেকে ৩ জন তাবলীগ সদস্যকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরা হলেন- ঢাকার উত্তর বাড্ডার তাজুল ইসলামের পুত্র শামসুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গার কোর্টপাড়ার মুকুলের পুত্র আব্দুল কুদ্দুস ও চিলাহাটীর আজিজুল ইসলামের পুত্র মনোয়ার হোসেন। এ ঘটনার আগে সীমান্তবর্তী একটি মসজিদের নির্মাণ কাজ করার সময় বিএসএফ অনুপ্রবেশ করে জাহেদুল, মোজাই ও আব্দুল নামক তিনজনকে অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যায়। বিডিআর তাৎক্ষণিকভাবে পত্র দিলেও বিএসএফ কোন সাড়া দেয়নি। এ নিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে।